শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউট (হাইস্কুল)

নবম শ্রেণিঃ বাংলা

নমুনা উত্তরপত্রঃ দ্বিতীয়

১)

১.১. **(গ)** শাদা মেঘ কালো পাহাড়।

১.২. **(ক)** তটের কিনারে।

১.৩. **(ঘ)** সমুদ্রের দিকে।

১.৪. **(খ)** সাগরগর্জনে।

১.৫. **(গ)** মোটা দড়ি।

১.৬. **(ক)** নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

১.৭. **(খ)** অঙ্ক।

১.৮. **(ক)** ম্যাট্রিকুলেশন।

১.৯. **(ঘ)** মাস্টারমশাইয়ের কথা।

১.১০. **(গ)** ১২ টি।

২)

২.১. 'নোঙর' কবিতায় কবি সপ্তসিন্ধুপারে পাড়ি দিতে চান। যা আসলে কবির সুদূর স্বপ্নজগতের প্রতীক।

২.২. 'নোঙর' কবিতায় কবি সপ্তসিন্ধুপারে যাওয়ার উদ্দেশ্যে যখন তরীর দাঁড় নিক্ষেপ করেন, তখনই তিনি স্রোতের বিদ্রুপ শোনেন।

২.৩. 'দাম' গল্পে গল্পকথক পত্রিকায় গল্প লিখে দশটাকা পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন।

২.৪. 'দাম' গল্পে গল্পকথকের বাংলাদেশের এক কলেজের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বক্তৃতা করার জন্য এবং আতিথ্য গ্রহণ করার জন্য ডাক এসেছিল।

২.৫. 'দাম' গল্পে গল্পকথক সর্বার্থসাধক বক্তৃতা বলতে বুঝিয়েছেন এমন একটি সাধারণ বক্তৃতাকে, যাকে সামান্য পরিবর্তন ও পরিমার্জন করলেই সমস্ত অনুষ্ঠানে পরিবেশন করা যায়, এবং শ্রোতাদের অভিভূতও করা যায়।

SRAI

৩)

৩.১. স্বনামধন্য কবি অজিত দত্ত রচিত 'নোঙর'কবিতায় **(মূলগ্রন্থঃ শাদা মেঘ কালো পাহাড়)** সৃষ্টিশীল মানুষের অন্তঃসলিল প্রবাহের দীর্ঘ পথকে চিত্রায়িত করেছেন।

★ কবি তাঁর তরী ভরা পণ্য নিয়ে সপ্তসিন্ধুপারে পাড়ি দিতে চান। কিন্তু কবি অর্থনৈতিক ব্যবসায়ী নন। তিনি পাড়ি দিতে চান শিল্পের শাশ্বত চর্চায়। কবির জীবনবোধ, স্বপ্ন, কল্পনা, পরিশ্রম এবং অদম্য ইচ্ছাই তাঁর এই সুদূরের যাত্রার অফুরন্ত সম্বল।

★ চলমানতাই মানব জীবনের অন্যতম লক্ষণ। সৃজনশীল মানুষের সেই চলমানতার অভিমুখ সুদূরের পানে। সাধারণ বহমান জীবনের সংকীর্ণতা কাটিয়ে কবি পৌঁছাতে চান তাঁর কাঙ্খিত গন্তব্যে। অথচ বাস্তব জীবন অত্যন্ত রূঢ়। কবির কল্পলোকের যাত্রায় এই স্বার্থকেন্দ্রিক বাস্তবতা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু কবিকেও নিয়মিত হাতছানি দিতে থাকে সৌন্দর্যের শাশ্বত বোধ। তাঁর কানে এসে পৌঁছায় সৃষ্টির গভীর বাণী। সে কারণেই শত বাধা বিপত্তিকে পেরিয়ে কবিকে নিরন্তর যাত্রা করতে হয়। এই যাত্রার সঙ্গে নিবিড় হয়ে আছে কবির অস্তিত্ববোধ। কবি মাস্তুলে পাল বাঁধেন। দাঁড় নিক্ষেপ করেন কিন্তু ষড়রিপুময় পৃথিবী তাঁর তরীর নোঙর রূপে ফুটে ওঠে। কবিকে স্থবির করে দেয়।

যতই না দাঁড় টানি, যতই মাস্তুলে বাঁধি পাল

নোঙরের কাছি বাঁধা তবু এ নৌকা চিরকাল।

কবি আশাবাদী। তিনি বিশ্বাস করেন এই রূঢ় বাস্তব জগৎকে অতিক্রম করে তিনি তাঁর স্বপ্নজগতে পৌঁছাতে পারবেন। অপূর্ণতার বোধ পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হবে, সেকারণেই কবি বিরামহীন চেষ্টায় রত থাকেন।

SRAI